দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

257

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা

দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে চালু হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে দু'টি অনুষদের অধীনে চারটি বিভাগ রয়েছে। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এইচ, এস, সি, পরীক্ষা পাস করে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আসন সংখ্যা সীমিত হবার কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যলয় ও কলেজে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। এরই ফলশ্রুতিতে দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বৃদ্ধি ও নাইট শিফট চালুর দাবী উঠেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিগত ১৯৮৬-৮৭ সেশনে প্রতিটি বিভাগে আসন সংখ্যা ৭৫ থেকে কমিয়ে ৫৫-তে নিয়ে আসে। ফলে বিপুলসংখ্যক ছাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নীতিমালাতেও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। এখানে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা চাওয়া হয় পাঁচ পয়েন্ট। অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কোন একটিতে প্রথম বিভাগ ও অন্যটিতে দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। তদুপরি নম্বরের ভিত্তিতে যাচাই করে আবেদনকৃত ছাত্রদের মধ্য থেকে আসন সংখ্যার মাত্র চারগুণ ছাত্রকে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হয়। ফলে যারা অধিক নম্বরের অধিকারী হয় তারাই লাভবান হয়। কিন্তু যে সকল ছাত্র অধিক নম্বরের অধিকারী নয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এভাবে তাদের উচ্চ শিক্ষার লালিত আশা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি যোগ্যতা শিথিল করে আবেদনকৃত সকল ছাত্রের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সত্যিকার মেধা যাচাই-এর সুযোগ দেবেন এটাই আমরা আশা করি।

—মোহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ।

মেডিকেল কলেজে মেয়েদের ভর্তি প্রসঙ্গে

দেশের মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির ব্যাপারে কোন্ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় এবং কোন্ ছাত্রকে কোন্ কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হবে সে সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই। বোধ হয় ভর্তি পরীক্ষার বা অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফলের উপরই নির্ধারণ হয় কে কোন্ কলেজে ভর্তির যোগ্য। নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় এটি যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা। কিন্তু স্থান কাল পাত্র ভেদে কিছু কথা থেকে যায়। বিশেষত আমাদের দেশে মেয়েদের ব্যাপারে।

আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনার সময় পর্যন্ত পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে থাকে। তাছাড়া, সামাজিক, আর্থিক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আইন-শৃংখলাজনিত, এমনকি রাজনৈতিক কারণে পিতামাতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরবর্তী কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে মেয়েরা ইচ্ছুক নয়। সঙ্গত কারণেই অভিভাবকও তাদেরকে দূরে পাঠাতে চান না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক মেয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েও ভর্তি হয় না। মেয়েদেরও তাদের অভিভাবকদের এ দু'টানা অবস্থাও বিনা কারণে নয়।

আমাদের দেশের মেডিকেল কলেজগুলিসহ প্রায় সকল শিক্ষাঙ্গনেই চলছে এক নৈরাজ্য। কারণে-অকারণে সেখানে গোলযোগ লেগেই আছে। দলীয়, উপ-দলীয় কোন্দলে মাঝে মাঝে মেডিকেল কলেজগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনন্যোপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। দু'ঘন্টার নোটিশে ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগ করতে হয়। এর পরই শুরু হয় তাদের উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা। তাদের না থাকে আশ্রয় না থাকে বাড়ী যাওয়ার রাহা খরচ। ফলে তাদের আশ্রয় নিতে হয় পরিচিত-অপরিচিতদের নিকট। রাহা খরচের জন্য হাত পাততে হয় যার তার নিকট। এই অবস্থায় সব চেয়ে বেশী অসহায় হয়ে পড়ে মেয়েরাই। কারও যেতে হয় চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর, রংপুর, অথবা সিলেট থেকে বরিশাল। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যানবাহনে "ঠাই নাই, ঠাই নাই" অবস্থায় আমাদের দেশের একটি কলেজগামী মেয়ের পক্ষে একাকী এ যাত্রা কত বিপদসংকুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তাদের চোখে-মুখে থাকে একরাশ আতংক। অনেক সময় একাকী যাত্রাও করে বাড়ীর দিকে। সদা ভয় থাকে। এ যাত্রা নিরাপদে শেষ হবে তো?

বাড়ী গিয়ে প্রতীক্ষা করে কবে আবার কলেজ খুলবে। তখন অভিভাবকসহ আবার ফিরে আসে কলেজে। ক'দিন পর আবার গোলযোগ আবার আতংক আবার অসহায় অবস্থায় হোস্টেল ত্যাগ।

এই পটভূমিকায় মেয়েদের মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য কলেজ "নির্ধারণের" নিয়ম-কানুনের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে যতদুর সম্ভব নিকটবর্তী কলেজে ভর্তির সুযোগ দেয়া যায় কি-না এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। আর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

—হাবিবুর রহমান